আজকের কাগজ

তারিখ 17 SEP 1992

পৃষ্ঠা

ছাত্রদলের ব্যাপারে সরকার নাটকীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে ।। 'সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ' নিয়ে বিএনপি বেকায়দায় পড়ার সম্ভাবনা

দীপক চৌধুরী : যে দু'টি বিষয় নিয়ে সরকার অতি ব্যস্ত এর একটি 'সন্ত্রাস দমন অর্ডিন্যান্স'। অপরটি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। ছাত্রদলের ব্যাপারে সরকার নাটকীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ ব্যাপারে মন্ত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চলছে। তবে ছাত্রদলের 'আহবায়ক কমিটি' গঠন করে শিগগিরই যে কমিটি ঘোষণা দেয়ার কথা শোনা গিয়েছিলো– আপাতত বিষয়টি স্থগিত রাখার পক্ষে সরকারের একাংশ মত দিয়েছে। তবে অপর সূত্রমতে, এক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। দলীয় সূত্রমতে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন এমন প্রায় ডজনখানেক নেতার বিরুদ্ধে দলীয় রীতিনীতি ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। সূত্র জানায়, কারো কারো বিরুদ্ধে খুন, বোমাবাজি-সন্ত্রাসের মামলা দায়ের হচ্ছে। ছাত্রদলের বিদ্রোহী একটি অংশের ব্যাপারেও সরকার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠজনের একজন মন্তব্য করেন, 'বেগম জিয়া ছাত্রদলের বিষয়ে কতোটা কঠোর হতে পারেন তা আমরাও জানি না।' একজন মন্ত্রী জানান, শুধু ছাত্রদলের ব্যাপারেই নয়, অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসী ছাত্র বা অছাত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। অপর একটি সূত্র জানায় যে, 'আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাম্পাসের অশান্ত চরিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে।' এদিকে ছাত্রদলের নেতাদের একাংশের সঙ্গে 'বিশেষ যোগাযোগ' বিচ্ছিন্ন করার জন্যে নাকি প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন মন্ত্রীকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা ঢাকার বাইরে আত্মগোপন অবস্থায়ও 'সুগন্ধা সম্পর্ক' চমৎকার রেখেছেন বলে সূত্রটি জানায়। এবং এদের ব্যাপারে দু'জন মন্ত্রীর অকৃপণ সহযোগিতাও রয়েছে। এদিকে দলের নীতিনির্ধারক মহলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ ছাত্রদল বিষয়ে আলাপের পর 'পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে' এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সাম্প্রতিক ও আগত দিনগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করেই ছাত্রদলের সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। সূত্র বলছে, দেশের ছাত্রদলের সকল বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিও বাতিল করা হতে পারে কিছু সময়ের জন্যে। এবং একই সঙ্গে ছাত্রদলের সকল রকম কার্যক্রম ছ'মাসের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হতে পারে। '৮০ সালের দিকে জিয়াউর রহমান ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ঠেকাতে ছাত্রদল বাতিল করে রাতারাতি আহবায়ক কমিটি গঠনও ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এদিকে 'সব ধরনের নৈরাজ্য দমনে অর্ডিন্যান্স' বলে যে অধ্যাদেশটি মন্ত্রিপরিষদও ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে-এই আইনটি নিয়ে সর্বত্রই এখন আলোচনা। জোর করে অর্থ আদায়, ইচ্ছাকৃতভাবে যানবাহন ও সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা, হাইজ্যাক, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি ইত্যাদি ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হবে বলে সরকার থেকে বলা হচ্ছে। একটি সূত্র বলছে, এই আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অবস্থান পর্যন্ত জানা যাবে না। অভিজ্ঞমহল অধ্যাদেশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগের আশঙ্কা করছেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শক্ত অভিযান চালাবার বদলে বিরোধী দলকে হয়রানি, নির্যাতন করা হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করে বিরোধী দল ইতিপূর্বেই এই 'কালো আইন'কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছে। সংসদ, আইন ও বিচার মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ আজকের কাগজকে বলেছেন, সন্ত্রাস দমনে এটি একটি আধুনিক কৌশল। এই নতুন আইন তৈরি হয়েছে অপরাধ ও সন্ত্রাস বিস্তার প্রতিরোধে। এই কঠিন আইন প্রয়োগে সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলকে এগিয়ে আসতে হবে। ডঃ কামাল হোসেন বলেছেন, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গেজেট প্রকাশ স্থগিত রেখে জরুরি আইনগত পরামর্শের জন্যে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। বিশেষ কালাকানুনটি বহাল রেখে আরেকটি অধ্যাদেশনামক কালাকানুন জারি লজ্জাকর ব্যাপার। বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোঃ নাসিম বলেছেন, অধ্যাদেশের ব্যাপারে দলীয় কর্মসূচি কি হবে এ সম্পর্কে কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

শঙ্কা প্রকাশ করে একজন ব্যবসায়ী বলেন, এতে নিরীহ মানুষ হয়রানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নির্যাতিত মানুষেরা এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সদস্যদের ওপর। ওয়াকেবহাল মহল মনে করেন, আইন প্রয়োগকারী এক শ্রেণীর সদস্য ক্ষমতাবলে 'বেআইনি কাজ' সমাধা করবার সুযোগ পাবেন। অভিজ্ঞমহল অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মনে করেন, স্বাধীনতা-উত্তর সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগে রাজনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে সফলতা লাভে ব্যর্থ হন। '৭৪-এর 'কালাকানুন জারি আওয়ামী লীগ-এর মাইনাস পয়েন্ট। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সুনাম কুড়োতে পারেনি। সেই অভিজ্ঞতায় খালেদা সরকারের 'অধ্যাদেশ' কোন্ দিকে মোড় নেয় বলা কঠিন। তবে এটা একটি জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্ত। বিরোধী দলের প্রতি তোয়াক্কা না করে এই একক সিদ্ধান্ত সরকারের জন্যে বুমেরাং হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ ব্যাপারে রীট পিটিশন-এর কথাও চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে বলে জানা গেছে। অতীত সরকারের মতো বিএনপি এই অধ্যাদেশটি নিয়ে বেকায়দায় পড়বার কারণ অনেক।